দৈনিক বাংলা

13

তারিখ ... 04 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষার্থীদের সমস্যা

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ছাত্রদের সমস্যাবলী সমাধানের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহের নির্বাচিত ছাত্র নেতারা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যাবলী তুলে ধরলে প্রেসিডেন্ট কিছু সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের নির্দেশ দেন এবং বাকী সমস্যারও পর্যায়ক্রমিক সুরাহার আশ্বাস দেন।

তবে শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষার সমস্যার সার্বিক সমাধান এতে ঘটবে কিনা এ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। ছাত্র নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রেসিডেন্টও এই সংশয়ের দিকটি খোলাখুলি তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষাঙ্গনে আজ শিক্ষার পরিবেশ নেই এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশও নাই।

প্রেসিডেন্ট বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে আজ কেবল শিক্ষার্থীই নয়, অভিভাবকেরাও হতাশাগ্রস্ত; এই হতাশার জ্বালা অভিভাবক হিসেবে আমরা সবাই মর্মে মর্মে অনুভব করে চলেছি। এই হতাশা কাটিয়ে ওঠার উপরই নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের আলোচনায় আমরা উৎসাহ বোধ করছি এজন্যে যে চ্যান্সেলরের সঙ্গে এই সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে হয়ত শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আমাদের তরুণ সমাজকে এ সত্য অনুধাবন করতেই হবে যে শিক্ষাই তাদের একমাত্র মূলধন।

শিক্ষার সমস্যা তথা জাতির এ দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার জন্যে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আকুলতা সকল শ্রেণীর মানুষেরই নজর আকৃষ্ট করছে। শত হতাশার মাঝেও কিছু কিছু আশার আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। এ পর্যায়ে ছাত্রনেতাদের এ উদ্যোগকেও আমরা আশার বিচ্ছুরণ বলে ভাবতেই আগ্রহী। আমরা আশা করবো, রাজনীতিসহ সমাজের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ের নেতৃবর্গ সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এর সমাধানের উদ্যোগকে দৃঢ়তর করে তুলবেন।

শিক্ষার সমস্যা যেমন কোনো দল বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সমস্যা নয়, তেমনি এর সমাধানও নির্ভর করে সকল শ্রেণীর মানুষের আন্তরিকতার ওপর। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষার্থী সমাজ উদ্যোগী হলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতাই দাঁড়াতে পারবে না। আর শিক্ষার পরিবেশ ফিরে এলে শিক্ষার্থীদের অন্যবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব।